সংবাদ

তারিখ: 25 MAY 2009
পৃষ্ঠা: [illegible]

চবিতে নিরাপত্তা জোরদার চিঠি পাঠানো হচ্ছে ১০ হাজার অভিভাবককে

● বন্ধ মিছিল মিটিং

চট্টগ্রাম ব্যুরো

ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের জের ধরে এক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। গতকাল রোববারও ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ক্যাম্পাস এবং আবাসিক হলগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া শাটল ট্রেনে কোন ধরনের উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে। সবধরনের মিছিল মিটিং মানববন্ধনের ওপর জারি করা নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদেরও সচেতন করার

নিরাপত্তা : পৃ: ২ ক: ৭

নিরাপত্তা : জোরদার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ উপলক্ষে আজ সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তাদের অভিভাবকদের চিঠি দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ১০ হাজার চিঠি অভিভাবকদের কাছে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন চবি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. শাহ আলম।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গতকাল রোববার র‌্যাব-পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার পাশাপাশি নিজস্ব ক্যাম্পাসে সন্দেহভাজনদের তল্লাশি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কঠোরভাবে দমন করা হবে বলে জানিয়েছেন ভিসি প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ আলম। তিনি আরও হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, ক্যাম্পাসে কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বরদাশত করা হবে না। হলে অবৈধ ছাত্ররা যাতে অবস্থান করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখতে ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকা, ১ ও ২ নম্বর গেট এলাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশন সড়কসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের সভা-সমাবেশ, মিছিল, মিটিং, র‌্যালি, মানববন্ধন নিষিদ্ধ থাকবে। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং বিভাগীয় সেমিনার এ নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ আবদুর রব হলের মসজিদে ছাত্রশিবিরের কর্মিসভাকে কেন্দ্র করে গত ১৪ মে রাতে উভয়পক্ষে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল।